করোনায় হেল্পলাইন

দার্জিলিং জেলা

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল : ৯৭৪৯১-৪৯৯৬৭, ৭৬৭৯০-৩৫৬৭০, ৯৬৭৯২-৩০৫০১
দার্জিলিং জেলা হাসপাতাল : ০৩৫৪-২২৫১৫৫৫
শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল : ৯০০২৭-৫৫০৩১
কার্সিয়াং মহকুমা হাসপাতাল : ৯৬৭৯৭-৪২৯৯৫
জেলা হেল্পলাইন – ৯৮৮৩১-৪৭৮৭৫
চ্যাং হাসপাতাল : ৯৫৯৩৬-৮৯৯৯৩
সেফ হাউস
বাতাসি : ৮৩৭০৮-৪২৩৫৭
হাতিঘিসা : ৮১০১৪-৮৮০৯৬
শিলিগুড়ি ইন্ডোর স্টেডিয়াম : ৮০১৬২-৭৭৭৪৮
কার্সিয়াং : ০৩৫৪-২৩৩২১৪১
বাতাসিয়া : ০৩৫৪-২২৭৪৫৮২
দার্জিলিং জেলা কোভিড কোঅর্ডিনেশন সেন্টার : ০৩৫৪-২২৫৫৭৪৯
শিলিগুড়ি পুরনিগম : ৮০১৬২-৭৭৭৪৮, ৯৮৮৩২-০৬০১৭
(সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা)

স্যানিটাইজেশন

বাগডোগরা, ১৩ মে : শুক্রবার ইদ উপলক্ষ্যে বাগডোগরা মসজিদপাড়ার মসজিদ স্যানিটাইজেশন করল ঝর্ণা দেবনাথ ফাউন্ডেশন। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরফে পদ্মশ্রী করিমুল হক কোভিডবিধি মেনে সবাইকে নমাজ পাঠ করতে সচেতন করেন।

মাস্ক বিলি

জলপাইগুড়ি, ১৩ মে : ক্ষুদ্র চা শ্রমিকদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে তরাই-ডুয়ার্স প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন উদ্যোগী হল। সংগঠনের সম্পাদক হারাধন দাস বলেন, 'সংগঠনের নেতৃত্ব শ্রমিকদের মাস্ক এবং স্যানিটাইজার দিচ্ছেন। মালিকপক্ষেরও মাস্ক দেওয়া উচিত।'

সার্ভিস রোড

জলপাইগুড়ি, ১৩ মে : তিস্তা সড়কসেতু সংলগ্ন মরিচবাড়ি এলাকায় সার্ভিস রোডের দাবি জানিয়ে মহাসড়ক কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি দেন। মহাসড়ক কর্তৃপক্ষের বিশেষ আধিকারিক প্রদ্যুৎ দাশগুপ্ত বলেন, 'আমরা এবিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি।'

বাঁশের খাঁচায় বন্দি বৃদ্ধা। বৃহস্পতিবার তোলা সংবাদচিত্র।

করোনা আতঙ্কে খাঁচাবন্দি বাবা

বালুরঘাট , ১৩ মে : একেই মানসিক ভারসাম্যহীন। তার উপরে করোনা আতঙ্ক। তাই বাধ্য হয়ে বাড়ির সামনে বাঁশের খাঁচা তৈরি করে আটকে রাখা হয়েছে এক বৃদ্ধকে। খাসপুর থেকে বালুরঘাট যাওয়ার রাস্তায় পথে পার্বতীপুর গ্রামের রাস্তার ধারেই ওইভাবেই তাঁকে আটকে রাখা হয়েছে। নিজের বাড়ির সামনেই পশুদের মতো আস্ত খাঁচাবন্দি হয়ে বসে রয়েছেন খোদ বাড়ির কর্তা সুশান্ত দাস। সত্তরোর্ধ্ব ওই বৃদ্ধ সুশান্তবাবুর স্ত্রী রয়েছেন। তাঁদের দুই ছেলেও ওখানেই পরিবার নিয়েই থাকেন। ছোট ছেলে পেশায় গাড়ির কনডাক্টর আর বড় ভাই খোকন নিজের পিকআপ ভ্যান চালিয়ে সংসার চালান।

ছোট ছেলে ছোটন দাস জানান, 'চার বছর আগে পেশায় কলমিস্ত্রি আমার বাবা মানসিক অবসাদগ্রস্ত হয়ে নিজের মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে থাকেন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে বাড়ি ফেরেন না। বেশ কয়েকদিন নিখোঁজ থাকার পর খোঁজখবর করে অন্য কোনও গ্রাম থেকে তাঁকে খুজে নিয়ে আসতে হয়। দিনের পর দিন এমন হয়রানির মধ্যে পড়তে হয়েছে। পাশাপাশি গতবছর থেকে করোনার একটা ভীতিও রয়েছে। এদিকে আমরাও নিজেদের কাজে সারাক্ষণ বাড়িতে থাকি না। ফলে দেখভাল করা সম্ভব নয়। তাই বাবাকে খাঁচাবন্দি করে গাছতলায় রেখে দিয়েছি। সকালে ঘর থেকে বের করে নিয়ে এসে এই খাঁচায় পোরা হয়।এখানেই তাঁর খাওয়াদাওয়া ও প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার কাজ। রাতে অবশ্য ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে বাইরে থেকে তালা মেরে রাখা হয় তাঁকে।'

ছোটন জানিয়েছেন, 'বাবাকে সুস্থ করে তুলতে আমরা অনেক চিকিৎসা করিয়েছি। বালুরঘাট তো বটেই, এমনকি পাশের জেলা মালদা ও সুদূর বহরমপুর পর্যন্ত দৌড়েছি অসুস্থ বাবাকে সুস্থ করে তোলার জন্য। কিন্তু বারবার নিরাশ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। তাই বাবাকে হারানোর ভয়ে বাধ্য হয়ে এভাবেই খাঁচাবন্দি করে রাখতে হয়েছে।'

সমালোচনা বিজেপি বিধায়কের

শিলিগুড়ি, ১৩ মে : বর্তমান কোভিড পরিস্থিতির জন্য রাজ্য সরকারের সমালোচনা করে শহরের নাগরিকদের পাশে থাকার বার্তা দিলেন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ। পাশাপাশি, নার্সিংহোমগুলির বিরুদ্ধেও বিস্তর অভিযোগ তুলেছেন তিনি। বৃহস্পতিবার দলের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠকে শংকর বলেন, 'প্রথম দফার করোনা পরিস্থিতি থেকে কোনও শিক্ষা নেয়নি রাজ্য সরকার। চরম অব্যবস্থা রয়েছে প্রতিটি ক্ষেত্রে। সরকারের দায়িত্ব কার্যত পালন করছে শহরের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি। তাই প্রচুর মানুষ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরতে পারছেন।' এদিন তিনি করোনায় সংক্রামিত ব্যক্তি এবং সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলি জন্য একটি হেল্পলাইন (৯৮৮৩৪৫৭৬৪২) খোলেন। তিনি জানান, করোনার চিকিৎসা সহ নানা সহযোগিতার জন্য সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত যে কোনও ব্যক্তি তাঁকে ফোন করতে পারেন। তিনি সাধ্যমতো সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন।

নার্সিংহোমগুলির বিরুদ্ধে অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার অভিযোগ তুলে সরকারি পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান গৌতম দেব। এর পরেও যথেচ্ছভাবে বেসরকারি হাপাতালগুলি বিল নিচ্ছে বলে এদিন অভিযোগ করেন শংকর। তিনি বলেন, 'বেশ কয়েকটি নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে প্রচুর অভিযোগ আমরা পাচ্ছি। কঠিন সময়ে পাশে না থেকে সাধারণ মানুষকে বিপদে ফেলে দেওয়াটা কাম্য নয়। আশা করব, নার্সিংহোমগুলি মানবিক হবে।'

দুর্ঘটনায় মৃত

ময়নাগুড়ি, ১৩ মে : গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক যুবকের। ঘটনাটি ময়নাগুড়ির লক্ষ্মীরহাট এলাকায়। মৃতের নাম বিপুল রায় (৩৫)। তিনি জলপাইগুড়ি আদর্শপাড়ার বাসিন্দা। বুধবার রাত ১১টা নাগাদ ওই যুবক বাইকে চেপে লাটাগুড়ি থেকে ময়নাগুড়ি যাচ্ছিলেন। লক্ষ্মীরহাট শনিমন্দির সংলগ্ন এলাকায় একটি পণ্যবাহী গাড়ি বিপুলের বাইকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলে তাঁর মৃত্যু হয়।'

প্রতিবাদ

গয়েরকাটা, ১৩ মে : হাইকোর্টের মামলার নিষ্পত্তি হওয়ার আগেই বানারহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে অস্থায়ীভাবে বিডিও অফিস তৈরির প্রতিবাদ জানাল গয়েরকাটা নাগরিক উন্নয়ন মঞ্চ। এই বিষয়ে বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি বিভাগীয় কমিশনার, জেলা শাসক, জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক ও ধূপগুড়ির বিডিওকে স্মারকলিপি জমা দেয় তারা।

সংগঠনের ওমপ্রকাশ সারোগী ও দীপক সরকার বলেন, আজ আমরা সরকারি দপ্তরে চিঠি দেওয়ার পরই দেখি সেই চিঠি জেলাজুড়ে মোবাইলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সরকারি দপ্তর থেকে এভাবে চিঠি বাইরে বেরিয়ে আসা একেবারেই উচিত নয়।'

খাদ্যসামগ্রী বিলি

করণদিঘি, ১৩ মে : উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘি ব্লকের বিলাসপুর সমাজকল্যাণ ক্লাবের উদ্যোগে আসন্ন ইদ উপলক্ষ্যে খাদ্যসামগ্রী বিলি করা হয়। এদিন বিলাসপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় সমাজকল্যাণ ক্লাবের সদস্যরা ২০০ দুঃস্থ মানুষের হাতে এই খাদ্যসামগ্রী তুলে দেন। ক্লাবের সদস্য সিরাজুল ইসলাম বলেন, 'ইদ উপলক্ষ্যে এলাকার কিছু দুঃস্থ পরিবারকে খাদ্যসামগ্রী দেওয়া হল। ক্লাবের সদস্যরা জানান, দুঃস্থ মানুষের পাশে আমরা আছি। সবাইকে কোভিডবিধি মেনে চলতে অনুরোধ করছি।'

আলোচনা সভা

বানারহাট, ১৩ মে : বৃহস্পতিবার করোনা পরিস্থিতি নিয়ে বানারহাট ব্লক প্রশাসনের সভা হল। সভায় সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান সহ বিডিও প্রহ্লাদ বিশ্বাস উপস্থিত ছিলেন। সংক্রমণ প্রতিরোধ, অ্যাম্বুল্যান্সের জোগান ইত্যাদি নিয়ে সভায় আলোচনা হয়।

হাতিনালার কাজ দেখলেন সেচকর্তারা

জলপাইগুড়ি, ১৩ মে : হাতিনালার কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে বৃহস্পতিবার সেচ দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করলেন। কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখলেন সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার শুভঙ্কর চক্রবর্তী এবং জলপাইগুড়ি সেচ বিভাগের কার্যনির্বাহী ইঞ্জিনিয়ার জয়প্রকাশ পান্ডে। চলতি বর্ষার মরশুমেই হাতিনালার কাজ সম্পূর্ণ করবে সেচ দপ্তর।

ভুটান পাহাড় থেকে নেমে আসা বর্ষার জল এবং বানারহাট লাগোয়া এলাকার বৃষ্টির জল যে নালা দিয়ে সমতলে নামে সেটাই হাতিনালা। কয়েকবছর আগেও এই হাতিনালা দিয়ে জলপ্রবাহের সময় জল উপচে বানারহাটের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত করে দিয়েছিল। গতবছর থেকে এই প্লাবনের সম্ভাবনা অনেকটাই কমেছে।

হাতিনালায় জমে থাকা নুড়ি, পাথর, বালি ড্রেজিং করে হাতিনালার জলধারণ ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে। ফলে হাতিনালা দিয়ে বৃষ্টির জল প্রবাহিত হলেও বানারহাটের আশপাশের এলাকায় বর্ষার সময় প্লাবনের আশঙ্কা কম বলে সেচ দপ্তরের বানারহাট সাব-ডিভিশনের বাস্তুকার সুব্রত শূর জানান। বানারহাট স্টেশনের কাছে থেকে মোরাঘাট সেতু পর্যন্ত হাতিনালার ৪ কিমি এলাকার গভীরতা তিন থেকে সাড়ে ৩ ফিট বাড়ানো হয়েছে। সেইসঙ্গে ডানদিকের বাঁধের উচ্চতাও বাড়ানো হয়েছে। এতে এবারের বর্ষায় প্লাবনের আশঙ্কা কমে যাবে। হাতিনালার সংস্কার সহ অন্য কাজ এবার বর্ষার আগে শুরু করে দিয়েছে সেচ দপ্তর। এই হাতিনালা দিয়ে ভরা বর্ষার জল ৪ কিমি দূরে মোরাঘাট সেতুর কাছ দিয়ে তেলিপাড়া চা বাগান হয়ে বিন্নাগুড়ি পেরিয়ে আংরাভাসা নদীতে গিয়ে পড়বে। ফলে মৃতপ্রায় আংরাভাসা নদী সজীব হবে।

সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার শুভঙ্কর চক্রবর্তী বলেন, 'হাতিনালার মধ্য দিয়ে প্রতি বছর যে পরিমাণ নুড়ি, বালি, পাথর ভেসে আসে, তাতে নালার গভীরতা কমে যায়। আমরা মূল কাজ আগেই শেষ করেছি। কিন্তু বর্ষার আগে হাতিনালা যাতে এলাকাবাসীর কাছে আশঙ্কার কারণ না হয়ে ওঠে, সেজন্য ফের ড্রেজিং শুরু করলাম। হাতিনালার গভীরতা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ডানদিকের বাঁধের উচ্চতা বাড়ানো হচ্ছে। এরপর বাঁদিকের বাঁধের কাজ একইভাবে করা হবে। সম্পূর্ণ ড্রেজিংয়ের কাজ আসন্ন বর্ষার আগেই শেষ হবে।'

সন্ত্রাসের অভিযোগ নিয়ে তৎপর বিজেপি

জলপাইগুড়ি, ১৩ মে : জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিজেপি নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলেছে। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশে বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি জেলায় ওই সমস্ত এলাকা পরিদর্শন ও সন্ত্রাসের শিকার বিজেপি নেতা-কর্মীদের সহায়তা করার জন্য বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়।

জেলা বিজেপির সভাপতি বাপি গোস্বামী বলেন, 'সন্ত্রাসকবলিত এলাকা পরিদর্শন করে তড়িৎগতিতে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। জেলার রাজগঞ্জে দুটি, জলপাইগুড়িতে একটি এবং ক্রান্তি ও মালবাজার এলাকায় একটি করে ক্যাম্প রয়েছে।'

অভিযোগ, নির্বাচনি ফল প্রকাশের পর জেলাজুড়ে তৃণমূল সন্ত্রাস চালাচ্ছে। গবাদিপশু নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মোটর সাইকেল এবং ঘরবাড়ি ভাঙচুর করা হচ্ছে। সেজন্য বিজেপি এলাকা পরিদর্শনের জন্য কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটিতে রয়েছেন সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায়, ধূপগুড়ির বিধায়ক বিষ্ণুপদ রায়, দলের জেলা সাধারণ সম্পাদক মনোজ ভুজেল, দুই সম্পাদক চন্দন বর্মন এবং তপন রায়। এছাড়া, কমিটির অপর দুই সদস্য হলেন কমলেন্দু দেবশর্মা এবং দিলীপ চৌধুরী। এই কমিটির প্রধান হলেন জেলা বিজেপির সভাপতি।

করোনা পরিস্থিতি ক্রমশই আতঙ্ক ছড়াচ্ছে দিন-দিন। দিশেহারা মানুষ ভাবছেন, কোথায় গেলে পাওয়া যাবে একটু সুপরামর্শ। কোথায় গেলে মিলবে একটু সাহায্য, একটু তথ্য।

চেনা মানুষদেরও এই অতিমারিতে মনে হচ্ছে সম্পূর্ণ অচেনা।
এই সময়ে দাঁড়িয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদ পুরো উত্তরবঙ্গবাসীকে বলতে চায়- আপনি একা নন, আমরা আছি আপনার পাশে, আপনার সঙ্গে। সবসময়।

লোকবল হোক বা অর্থবল, আমাদের ক্ষমতা সীমিত। কিন্তু এই বিপদের সময় উত্তরবঙ্গের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ইচ্ছেটা রয়েছে প্রবল। আমরা তাই সীমিত ক্ষমতা নিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদ হেল্পলাইন তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

অগণিত পাঠকের মনে আজ প্রশ্নের পর প্রশ্ন। করোনার চিহ্ন দেখা দিলে কোথায় পরীক্ষা করাব? করোনা ধরা পড়লেই বা আগে কী করা উচিত, কোথায় পাব অক্সিজেন, কোথায় পাব চিকিৎসক? বাড়িতে থাকব, না হাসপাতালে যাওয়া উচিত? হাসপাতালে গেলে কোথায় কীভাবে যাব, হাসপাতালে তো জায়গাই নেই? বাড়িতে সবাই করোনা সংক্রামিত। খাবার-রসদ কোথায় পাব তাহলে?

এসব প্রশ্নের উত্তর না পেলে একবার জানান আমাদের হেল্পলাইন নম্বরে। আমরা সব সমাধান করে দিতে পারব, সেই প্রতিশ্রুতি দিতে চাই না। কিন্তু আপনাদের পাশে দাঁড়াতে আমাদের আন্তরিক চেষ্টায় কোনও ত্রুটি থাকবে না।

উত্তরবঙ্গে প্রচুর স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, ক্লাব, ব্যবসায়িক সংস্থা এই অতিমারিতে মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে। তারা এই গাঢ় অন্ধকারে আলোর প্রতীক। আমরা চেষ্টা করব, এসব উপকারী সংস্থাকে এক ছাতার তলায় আনতে। তাদের যাবতীয় কার্যকলাপ সবার কাছে পৌঁছে দিতে।

যে সকল স্বেচ্ছাসেবী, ব্যবসায়ী, চিকিৎসক, চিকিৎসাকর্মীদের সংগঠন বা ব্যক্তিবিশেষ এই করোনাকালে সহ-নাগরিকদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে চান, তাঁরা নিজেদের উত্তরবঙ্গ সংবাদের হেল্পলাইনে নথিভুক্ত করতে হোয়াটসঅ্যাপ করুন ৯৮০০৭৮৮৮৩৬

হেল্পলাইন নম্বর
9339686759
সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা ফোন, মেসেজ বা হোয়াটসঅ্যাপ করুন

উত্তরবঙ্গ সংবাদ সবসময় মানুষের পাশে, মানুষের সঙ্গে

পরামর্শের জন্য যেসব ডাক্তারবাবুকে ফোন করতে পারেন

ইন্দ্রনাথ ঘোষ
(চেস্ট মেডিসিন)
৯৮৩৬৮ ৩৫৯৫৭
(সন্ধ্যা ৫.৩০-৬.৩০ মিনিট)

মানস দাস
(ফিজিশিয়ান, এমডি)
৯৮৩২০ ৩১৭৪৮
(সকাল ৮-৯টা)

সপ্তর্ষি ঘোষ
(অনকোলজিস্ট)
৮৬১৭৭ ৮৭৩৮৭
(বিকেল ৪-৫টা রবিবার বাদে)

নির্মল বেরা
(মনোরোগ বিশেষজ্ঞ)
৯৪৩৪০ ০৬৯৭২

উত্তম মজুমদার
(মনরোগ বিশেষজ্ঞ)
৯৮৩২০১১৫৪০

সুদেব সাহা
৯৪৩৪৫ ১৩৩৬৭

সন্দীপ সেনগুপ্ত
(স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ)
৯৮৩৬৩ ৬১৮৩৪
(রাত ৮-৯টা)

এসকে তেওয়ারি
(শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ)
৮৪২০০ ৯৩৪০৫
(দুপুর ২-৩টা)

মৃদুলা চট্টোপাধ্যায়
(শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ)
৬২৯৭৪ ৪২৩৬৫
(বিকেল ৪-৫টা)

বিবেক সরকার (সার্জন)
৯৪৩৪০ ৮৭৫৪৩
(রাত ৭.৩০-৮.৩০)

প্রিন্স পারেখ
(শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ)
৯৭৩৫৭ ২৯৪৭০

বিশ্বনাথ সরকার
৭৯০৮৪ ২৭০৮৫
(সকাল ৯-১১টা)

দেবব্রত রায়
৯৮০০০ ৫৫৪০৪

জয়ন্ত ভট্টাচার্য
৭০০১৯ ১০০২০

এমআর আলি
৯৬১৪৭ ৬২৪২১

অজয় মণ্ডল
৮১৪৫৪ ০৯৭৭২

শম্ভু পাসোয়ান
৮১১৬৮ ০০৩৩৬

অজয় আগরওয়াল
৯৪৭৫৩ ৭৭৭০৭

ভাস্কর মুখার্জি
৯৮৩০৩ ৪০৯৯৭

বিক্রমকুমার সাহা
৯৪৩৩২ ৩০৮৮৮

পীযূষকান্তি মণ্ডল
৯৪৩৩১ ১৬৯৬৮

দীপঙ্কর কাজি
৯৮৩১২ ৬৪৪৮৫

নইমুল হক
৯৬১৪৫ ৭১৬৭৭

নীলাঞ্জন মুখার্জি
৯৪৩৪১ ৪৪৮৪৭

ডাক্তারবাবুরা ব্যস্ত থাকেন রোগী দেখতে, হাসপাতালে।
তাই সবসময় তাঁদের নাও পেতে পারেন।
একজনকে না পেলে তালিকায় পরেরজনকে ফোন করুন।
ফোন করার আগে আপনার প্রশ্ন এক জায়গায় লিখে রাখুন।
ফোন করার সময় হাতের কাছে কাগজ-কলম রাখুন।